তারিখ 22 FEB 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

ভুলে ভরা থিসিসকেই রেকর্ড নম্বর

জাবিতে তুঘলকি কাণ্ড

বিল্লাল বসর, জাবি প্রতিনিধি : থিসিস পেপারে মারাত্মক ভুল তথ্য সন্নিবেশিত থাকা সত্ত্বেও স্নাতকোত্তর বর্ষে তিনি হয়েছেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। রেকর্ড পরিমাণ নম্বরও দেওয়া হয়েছে তাকে। বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রভাবশালী শিক্ষকরা। আজ ২২ ফেব্রুয়ারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এই ছাত্রকে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করার প্রক্রিয়াকে সফল করার জন্য আয়োজন করা হয়েছে শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা। সৌভাগ্যবান এই ছাত্রটির নাম মাসুদ ইমরান।

একজন শিক্ষক জানান, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর বর্ষের ছাত্র মাসুদ ইমরানকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার প্রক্রিয়া আসলে শুরু হয়েছিল ২০০১ সালে থিসিসে অধিক নম্বর পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। তার থিসিসে তিনি বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. আবদুল মমিন চৌধুরীসহ দেশের বিশিষ্টজনদের এমন সব উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন যেগুলো তারা কখনই তাদের বইয়ে উল্লেখ করেননি। ইতিহাস নির্ভর তথ্যের বিকৃতি, অসংখ্য ভুল তথ্য, বানান ও বাক্যগঠনে ভুল, ছবি ও মানচিত্রের যথাযোগ্য ব্যবহার না করাসহ ভুলের সমাহারে ভরপুর থিসিস পেপারে একজন প্রার্থীকে রেকর্ড নম্বর দিয়ে দেওয়াটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। ইতিহাস বিকৃতিকারী একজনকে ইতিহাসেরই শিক্ষক বানানোর পাঁয়তারা ভাবিয়ে তুলেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকসহ শিক্ষার্থীদের।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মনীতি উপেক্ষা করে থিসিস পেপারে পক্ষপাতমূলকভাবে উচ্চ নম্বর পাইয়ে দেওয়া এবং এর মূল্যায়ন নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়ায় তা পুনরায় যাচাই-বাছাই করার জন্য থিসিস গ্রুপেরই প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত পাঁচজন শিক্ষার্থী উপাচার্য বরাবর আবেদন করেছেন।

বিভাগের সূত্র থেকে জানা যায়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের স্নাতকোত্তর ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থী মাসুদ ইমরানের 'ল্যান্ডস্কেপ আরকেওলজি অফ উয়ারী বটেশ্বর : এ ক্রিটিক্যাল [illegible] অফ পাস্ট হিউম্যান [illegible]

● এরপর-পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

জাবিতে তুঘলকি কাণ্ড

● শেষের পাতার পর

ইউজিং জিআইএস এন্ড রিমোট সেনসিং'-শিরোনামের থিসিস পেপারটিকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে মূল্যায়নের জন্য পাঠানো হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি ও প্রথা ভেঙে স্নাতকোত্তর বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার কমিটি মাসুদ ইমরানের থিসিসের দুটো কপিই ঢাকার গুলশানের সিজিআইএস (সেন্টার ফর জিওগ্রাফিক্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সার্ভিস) নামক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পাঠায়। এই প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নকারী দুজন পরীক্ষক হাসান আলী ও নন্দিনী স্যান্যাল কেউই ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত নন। দুজনেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ে শিক্ষকতা বা গবেষণার অভিজ্ঞতাও নেই। এ ছাড়া ঐ প্রতিষ্ঠানেই ঐ দুজনের চেয়ে কয়েক ধাপ উপরের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা থাকলেও থিসিস রহস্যজনক কারণে পেপারটিকে মূল্যায়নের জন্য তাদের মনোনীত করা হয়নি।

জানা যায়, থিসিস পেপারটির বিষয় সম্পর্কিত জিআইএস এন্ড রিমোট সেনসিং সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকলেও বিভাগের ওই সময়কার ভর্তি পরীক্ষার কমিটি তা পাঠায়নি। মাসুদ ইমরানের শিক্ষক হওয়ার পুরো প্রক্রিয়া সফল করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে থিসিসটিকে মূল্যায়নের জন্য দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শোনা গেছে, পরীক্ষক দুজনই বিভাগের এক শিক্ষকের ঘনিষ্ঠজন।

৯৬-৯৭ সেশনের ভর্তি পরীক্ষার কমিটি একই প্রতিষ্ঠানে থিসিস পেপারটিকে মূল্যায়নের জন্য পাঠানোর বিষয়ে জানতে চাইলে ওই পরীক্ষা কমিটির সভাপতি এবং বর্তমানে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মোজাম্মেল হক এ বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ইতিহাস নির্ভর তথ্যের বিকৃতি, অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য, ভাষাগত ও বানান ভুল, ছবি ও মানচিত্রের [illegible] রেকর্ড নম্বর (৮৯%) দেওয়া হয়েছে। রেকর্ড নম্বর পাওয়া এই 'মেধাবী' ছাত্র তার গবেষণায় প্রত্নস্থলের জায়গা নির্দিষ্ট করার নিয়ম থাকলেও তিনি তা করেননি। প্রত্নতাত্ত্বিক মোঃ হাবিবুল্লাহ পাঠান ও বুলবুল আহমেদের গ্রন্থ অনুসরণ করে থিসিসের কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে ৫টি প্রত্নস্থলের কথা (থিসিস পেপারের পৃষ্ঠা: ৪০-৪২)। কোথাও প্রত্নস্থলের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ১২টি (চিত্র ১২.১)। কোথাও ১৬টি (পৃষ্ঠা ১১৮) আবার কোথাও কোথাও আশ্চর্যজনকভাবে ২২টি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১২০)।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ গবেষকদের উদ্ধৃতির মারাত্মক অপব্যাখ্যাও তিনি করেছেন। থিসিস পেপারের ২৮ নম্বর পৃষ্ঠায় বিশিষ্ট ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ড. আবদুল মমিন চৌধুরীর 'ডায়নাস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' বইয়ের ১১১ (১৯৬৭ : ২০০১) পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, বর্মন রাজারা খ্রিস্টপূর্ব ১০৭৫ থেকে ১১৫০ পর্যন্ত উয়ারী বটেশ্বরে তাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। কিন্তু বইটি যাচাই করে এ ধরনের কোনো তথ্য উল্লিখিত বইয়ের ঐ পৃষ্ঠায় লিখিত পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কে বিভাগের একজন শিক্ষক ব্যঙ্গ করে বলেন, ইতিহাসক্রম বা মানববসতির এমন বিকৃতি সত্য হলে বাংলার ইতিহাস আবার নতুন করে রচনা করার প্রয়োজনও হতে পারে।

শুধু তাই নয়, মৌলিক গবেষণা বলে দাবি করা এই থিসিসে বাংলাদেশের ভয়াবহ ভূমিকম্প ও বন্যার সময়কাল নিয়েও ভুল ও হাস্যকর উদ্ভট তথ্য দেওয়া হয়েছে।

থিসিসের ১০৩ পৃষ্ঠায় বাংলায় প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র নদের যে গতিপথ পরিবর্তন হয়েছিল তার সময়কাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ১৭৮৭ সাল। আবার একই ভূমিকম্পের সময়কাল ১২৯ নং পৃষ্ঠার কয়েকস্থানে বলা হয়েছে ১৭৮৩ সাল। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ বন্যার সময়কাল ১৯৯৮ সালের পরিবর্তে ১৯৯৭ সাল উল্লেখ করা হয়েছে [illegible] নম্বর প্রদান এবং পরবর্তী সময়ে আসন্ন শিক্ষক হওয়ার বিষয় নিয়ে ঐ বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শাহ সূফী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্থানে এ ধরনের ঘটনা সত্যিই দুঃখজনক এবং তা একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলবে।

পুরো বিষয় নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাফিজুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, থিসিস পেপারটি মূল্যায়নের পুরো বিষয়টি প্রক্রিয়াগতভাবে ঠিক আছে। যে সময়ে থিসিস পেপারটি মূল্যায়িত হয়ে এসেছিল তখনই এর ঘাটতি বলার সুযোগ ছিল। এখন আর যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ নেই। পুরো প্রক্রিয়াটিকেই বৈধ বলে মেনে নিতে হবে।